দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 DEC 1998 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

14

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষক-অভিভাবকদের দায়িত্ব

তাওহীদ নোমান

শিক্ষক, টরন্টো শিক্ষা বোর্ড, কানাডা

আমাদের দেশসহ প্রাচ্যের ও মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে শিক্ষকের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে এবং ছাত্ররা শিক্ষককে বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। শিক্ষক ইচ্ছা করলে ছাত্রকে ভয় দেখিয়ে, বেত্রাঘাত করে, বিদ্যা-শিক্ষা দান ও আদায় করতে পারেন। কোন ছাত্র বাড়িতে গিয়ে শিক্ষকের বিরুদ্ধে পড়া না পারার জন্য শাস্তি দিয়েছেন বলে নালিশ করলে অভিভাবক (শতকরা ৮০ জন) সন্তানকে ধমক বা বেত্রাঘাত করে থাকেন। শিক্ষকের হাতে নির্ভর করে ছাত্রদের পাস-ফেল এবং বার্ষিক দুটো পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে হলে শতকরা ৯০ ভাগ স্কুলেই ছাত্রদের মাসিক টিউটর নিযুক্ত করতে Subject wise class teacher-এর কাছে লাইন দিতে হয়।

অপরদিকে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে শিক্ষকদের হাতে কোন ক্ষমতা নেই বললেই চলে। শিক্ষকরা হচ্ছেন কেন্দ্রীয়/অঙ্গরাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষার সাথে জড়িত মন্ত্রণালয়ের আমলা ও রাজনীতিবিদদের হাতের পুতুল। Educational Act এবং Social কিংবা Civil law অনুযায়ী শিক্ষকমণ্ডলী ছাত্রছাত্রীদের আদর কিংবা ভয় দেখিয়ে তাদেরকে স্পর্শও করতে পারবেন না। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রহার, ভয় দেখানো, মানহানি বা যৌন দৃষ্টি, মন্তব্য বা স্পর্শ সংক্রান্ত অভিযোগ করলে শিক্ষকের শিক্ষকতা লাইসেন্স হারানো এবং জেল দুটোই হতে পারে। প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন।

বিশ্বের উন্নত এবং অনুন্নত প্রায় সব দেশের অধিকাংশ অভিভাবকদের ধারণা- সন্তানদের শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত করার জন্য স্কুলে যাওয়াই যথেষ্ট কিংবা পাশাপাশি ঘরে গৃহশিক্ষক রাখলে সন্তানরা ভাল শিক্ষা কিংবা ফলাফল লাভ করতে পারবে। ধারণাটা আপেক্ষিক বা আংশিক সত্য, তবে সম্পূর্ণ সত্য নয়। এবার ব্যাখ্যা দেয়া যাক। প্রকৃত শিক্ষা বা সুশিক্ষা শুধু স্কুলে গিয়ে বা প্রাইভেট গৃহশিক্ষক রেখে লাভ করা যায় না। প্রথমত শিক্ষাদান ও শিক্ষা লাভ কিংবা Learning ও teaching শুধু স্কুলের গণ্ডির মাঝে বা সিডিউল সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যে কোন সময়, যে কোন জায়গায় (স্কুল, বাড়ি, ভ্রমণ, মসজিদ, উৎসব, খেলাধুলা) যে কোন পরিবেশে শিক্ষক ছাড়াও পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা শিক্ষা লাভ করা যায়। দ্বিতীয়ত একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক, কারিগরি কিংবা পেশাগত শিক্ষা আমরা যেমন স্কুল-কলেজ থেকে সনদপ্রাপ্তির মাধ্যমে লাভ করতে পারি, আবার ঐ জিনিসগুলো শিক্ষাঙ্গনের বাইরে অর্থনৈতিক, ধার্মিক, সামাজিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চাক্ষুস পরিদর্শন ও কো-অপারেটিভ প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে লাভ করা যায়। মজার ব্যাপার, একজন ছাত্র প্রতি সপ্তাহে ১৬৮ (৭×২৪) ঘণ্টার মধ্যে গড়ে ৩০ ঘণ্টা স্কুলে শিক্ষকদের কাছে স্কুলগণ্ডিতে ব্যয় করে। বাকি চার-পঞ্চমাংশেরও বেশি সাপ্তাহিক সময় সে ব্যয় করে স্কুলের বাইরে অভিভাবক কিংবা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুমহলে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ছাত্রের সুশিক্ষা লাভের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব কার- শিক্ষকের না অভিভাবকের? এর উত্তরে সবাই এক বাক্যে বলবেন, এই দায়িত্ব অভিভাবকের সবচেয়ে বেশি। স্কুলে যে কোন বিষয়ের শিক্ষক ক্লাস চলাকালীন ছাত্রকে নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন, ক্লাস ফাঁকি, পরীক্ষায় খারাপ করা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে ফোনে বা চিঠি লিখে ছাত্রের অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করে দু'পক্ষের সহায়তায় ছাত্রের যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেন। উন্নত বিশ্বের শিক্ষা বোর্ড কিংবা

স্কুলগুলোতে শিক্ষকগণ বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছাত্রের যে কোন সমস্যা নিয়ে অভিভাবককে স্কুলে ডেকে এনে বা অবসরে বাড়িতে গিয়ে ছাত্রের একাডেমিক ও সামাজিক সমস্যাসহ যে কোন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ছাত্রকে সুশিক্ষা বা যথাযথ শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। এছাড়া প্রতি বছর ১০ মাসের শিক্ষাবর্ষে অন্তত ৯/১০ দিন অর্থাৎ মাসে ১ দিন প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য স্কুলের শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ বৈঠক করে ছাত্রদের ও নিজেদের প্রফেশনাল উন্নতি সাধন এবং সাম্প্রতিক যে কোন ইস্যু কিংবা সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের চেষ্টা করেন। এই বিশেষ দিনগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা ছুটি পায় এবং বাড়িতে বসে সাপ্তাহিক/মাসিক ক্লাস টেস্টের জন্য পড়াশোনা করে বা ৩ দিনের (সপ্তাহ শেষে) লম্বা ছুটি উপভোগ করে পরিবার ও বন্ধুদের মাঝে। তাছাড়া নতুন শিক্ষকদের ও প্রবেশনারি শিক্ষকদের নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে স্কুল প্রিন্সিপাল বা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ দ্বারা শিক্ষাদান এভালুয়েশন করা হয় ও বাড়তি প্রয়োজনীয় শিক্ষা বা ট্রেনিং আপগ্রেড করানো হয়।

এবার মূল পয়েন্ট, দৈনন্দিন/সাপ্তাহিক/বার্ষিক শিক্ষা লাভের সময় প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ছাত্র যদি তার দৈনন্দিন শিক্ষা সময়ের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ স্কুলে ব্যয় করে অর্থাৎ বাকি শতকরা ৮০ ভাগ সময় অভিভাবকের দায়িত্বে বাড়িতে কিংবা গৃহশিক্ষক অথবা সহপাঠী বন্ধুদের সাথে ব্যয় করে তাহলে অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নিয়মিত সন্তানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রেখে বাড়িতে পড়াশোনা, খেলাধুলা, গৃহকর্ম ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সব ব্যাপারে তদারকি ও তদন্ত করা। প্রয়োজনে বাড়িতে পড়াশোনা, খেলাধুলা, গৃহকর্ম, বিনোদন, আইন-শৃঙ্খলা, বাড়ি ফেরা ইত্যাদির জন্য পারিবারিক আইন-কানুন ও দৈনন্দিন সময়সূচী তৈরি করে ছাত্রছাত্রী-সন্তানের ব্যক্তিগত বেডরুমের প্রাইভেট ও নির্দিষ্ট জায়গাতে টাঙিয়ে দেবেন, যেটা প্রতি রাতে ঘুমাতে যাবার আগে সন্তানের চোখে পড়বে এবং সে চেক করে নেবে ঐ দিনের জন্য সে কোন আইন অমান্য কিংবা কোন রুটিন ওয়ার্ক ইচ্ছা করে কিংবা ভুল করে করেনি। প্রতি সপ্তাহ-দু'সপ্তাহ অন্তর পারিবারিক বৈঠক দ্বারা অভিভাবক সন্তানদের behavier ও acadamic উন্নতির ফিডব্যাক ও উপদেশ মারফত যোগাযোগ করে যাবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য তিনটি ব্যতিক্রম হচ্ছে ঃ (১) দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কর্মজীবী অভিভাবক পার্টটাইম এবং অন্যজন ফুলটাইম দায়িত্ব নেবেন। আর যদি দু'জনই কর্মজীবী হন তাহলে দু'জনকেই সমানভাবে কাজের পর দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে। (২) অভিভাবকের তৈরি নিজস্ব পারিবারিক আইন-কানুন ও দৈনন্দিন সময়সূচীর ব্যাপারে সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ যে কোন ছুটির দিন বা মাসে আইন-কানুন ও রুটিন শিথিল ও পরিবর্তন করতে হবে। (৩) সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ কিংবা ১৯ বছর) হলে উপরোক্ত আইন-কানুন ও রুটিন জোর করে প্রয়োগ করা চলবে না, তবে তারা ভুল করলে বুঝানো যাবে এবং সবসময় তাদের ভাল উপদেশ ও সামাজিক উদাহরণ দিয়ে ভাল পথে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি অভিভাবকের মনে রাখতে হবে উপরোক্ত নিয়ম-কানুনগুলো চালু করে ভাল ফলাফল এক মাসে লাভ করা যাবে না। সব কিছু বুঝতে ও অভ্যস্ত হতে তাদের ৩ থেকে ৬ মাস সময় দিতে হবে।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে পৃথিবীর যে কোন দেশের শিক্ষাঙ্গনে নির্বাচিত ছাত্র পরিষদ রয়েছে। এই পরিষদের দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবর্গ ও অন্য ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা, স্কুলের প্রাসঙ্গিক ভিতর ও বাইরের যে কোন ইস্যু নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে স্কুলের উন্নতি সাধন করা। বর্তমান দশকে ইউরোপ কিংবা আমেরিকার অনেক শিক্ষা বোর্ড কিংবা মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে যোগাযোগ যে কোন সমস্যার সমাধান ও সম্পর্কের উন্নতির জন্য অভিভাবক পরিষদ রয়েছে। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সিটির শিক্ষা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-শিক্ষক এমনকি স্কুলের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় লেভেলের অভিভাবক পরিষদের হেড কোয়ার্টার থেকে শুরু করে আঞ্চলিক শহরের শিক্ষা বোর্ড ও স্কুলের অভিভাবক পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যরা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে এগিয়ে আসে। যে কোন কমিউনিটির বা দেশের যে কোন শহরের যে কোন স্কুলের আশপাশে এমন কিছু সামাজিক সমস্যা (চুরি, ডাকাতি, ড্রাগ ব্যবহার) থাকতে পারে, যেগুলো সমাধানের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকরা যথেষ্ট নন, যদি না এলাকার সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যশীল অভিভাবকরা নিজেদের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বা পরিষদ মারফত এগিয়ে আসেন এবং এলাকার ক্ষমতাসীন নেতা, আমলা ও স্কুল কর্তৃপক্ষসহ শিক্ষকদের সাথে এক জোট হয়ে তৎক্ষণাত যে কোন সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রতি মাসে স্কুলে একদিন "অভিভাবক দিবস" পালন করে ছাত্র-শিক্ষক সমস্যা সমাধান ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উন্নতি করা সম্ভব।

আমাদের দেশ ও বিশ্বের যে কোন দেশের শিক্ষাঙ্গনের আমলাবৃন্দ, শিক্ষামূলক পলিসি মেকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ, স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবর্গ, অভিভাবক সবাই যদি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে ও পালন করে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করেন তবে অবশ্যই আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সন্তান ও ছাত্রছাত্রীরা সুশিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠবে।